তারিখ ..12 APR 2016...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৪...

সংবাদ

ইবিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ভোগান্তিতে শিক্ষার্থী

প্রতিনিধি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। গ্রীষ্মের গরম শুরু না হতেই বিদ্যুতের লুকোচুরিতে প্রচণ্ড গরমে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার যেমন সমস্যা হচ্ছে তেমনি বিদ্যুতের হঠাৎ যাওয়া আসায় শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপ, ডেস্কটপসহ মূল্যবান ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী নষ্ট হচ্ছে। এদিকে বিদ্যুতের আসা যাওয়ায় ক্যাম্পাস এবং মেইন গেটের ফটোস্ট্যাটের দোকানগুলো বন্ধ থাকায় একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে অন্যদিকে দোকান মালিকেরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভাষ্যমতে, ষড়ঋতুর আমাদের দেশের প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম দরজায় কড়া নাড়ছে। চৈত্রের শেষে মাঝে মাঝে কালবৈশাখী ঝড় এবং প্রচন্ড তাপদাহ ও ভ্যাপসা গরমই জানান দিচ্ছে উষ্ণ এ ঋতুর আগমন। তাপদাহ ও ভ্যাপসা গরমে হাসফাঁস অবস্থা শিক্ষার্থীদের। গরম থেকে বাঁচতে বৈদ্যুতিক পাখাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু বিদ্যুৎ-জেনারেটরের লুকোচুরিতে প্রচণ্ড গরমে নাকাল হচ্ছে আবাসিক শিক্ষার্থীরা। সকাল-বিকেল, সন্ধ্যা এমনকি মধ্য রাতেও চলে বিদ্যুতের এ লুকোচুরি খেলা।

৮ এপ্রিল ২-৩ বার বিদ্যুতের আসা যাওয়ার মধ্যে দিয়ে দিন শেষ হলেও সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে শুরু হয় বিদ্যুৎ জেনারেটরের লুকোচুরি। রাত ১২টা পর্যন্ত ১৮-২০ বরা চলে এ খেলা। আবাসিক হলগুলোতে জেনারেটরের মাধ্যমে নিয়মানুযায়ী রাত ১২টা পর্যন্ত কিছুটা হলেও বিদ্যুৎ সংকুলনের চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ওই দিন রাত ১২-১টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ও জেনারেটর সার্ভিস বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়ে শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে যেসব বিভাগের শিক্ষার্থীদের কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা চলছে তারা লেখাপড়ার ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরের দিন ৯ এপ্রিল কিছুটা ভালোভাবে চললেও ১০ এপ্রিল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বিদ্যুৎ চলে যায় আসে প্রায় রাত ৯টার দিকে। এরকম লুকোচুরির মধ্য দিয়ে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা। এদিকে বিদ্যুৎ গেলেই অন্ধকারে ছেয়ে যায় সাদ্দাম হোসেন ও শহীদ জিয়াউর রহমান হল। এ দুটি হলে বেশ কয়েক দিন থেকেই জেনারেটর সার্ভিসে ট্যাকনিক্যাল সমস্যার কারণে বন্ধ রয়েছে। হল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় ভোগান্তিতে পড়েছে এ দুই হলের প্রায় দেড় হাজার আবাসিক শিক্ষার্থী।

জিয়াউর রহমান হলের রেজওয়ান, সাইফুল্লাহ, সাদ্দাম হোসেন হলের রায়হান, ইমরান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঘন ঘন লোডশেডিং এর জন্য গরমে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী মকবুল হোসেন বলেন, হলের জেনারেটর ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে কাজ করা হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে পারবো।এ বিষয়ে ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার বলেন, গত ১০ এপ্রিলও চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে লোকা পাঠিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি। তাদেরও (পল্লী বিদ্যুৎ) লিমিটেশন আছে।